বন্যা ও আমাদের শিক্ষাবর্ষ

সালেহ মাহমুদ

বন্যার পানি নেমে যায় কিন্তু রেখে যায় তার ভয়াবহ ছাপ। কৃষি, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, মৎস্য ও পশু চাষ, তাঁত শিল্পসহ অনেক সেক্টরই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসনের বিষয়টিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এ বিষয়টি যখন মনোযোগ দাবি করে তখন রাজনৈতিক ডামাডোলে বন্যার ইস্যু মিডিয়াসহ অন্যান্য মাধ্যমে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

প্রকৃতপক্ষে বন্যার সময় ত্রাণ বিতরণ, খাবার পানি সরবরাহ ও চিকিৎসা সেবার মধ্যেই সরকারের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে। বন্যার পরই সরকারের আসল কাজ শুরু হয়। হাতে নিতে হয় ব্যাপক পুনর্বাসন কার্যক্রম। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য সেক্টরের পুনর্বাসনের মতো শিক্ষা ক্ষেত্রের পুনর্বাসনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুইভাবে। অবকাঠামোগত ক্ষতি এবং ক্লাস বন্ধ থাকায় পড়ালেখার ক্ষতি। গত বারের বন্যায় ৩৯ জেলার ২৬২টি উপজেলা বন্যা কবলিত হয়েছে। প্রায় ৩২০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এতে। পানি ওঠার কারণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে ব্যাপক। যেখানে পানি ওঠেনি সেখানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় পড়ালেখা বন্ধ থেকেছে। এতে সার্বিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

আর্থিক বিচারে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩৪ কোটি টাকা বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা গেছে। এটি মূলত অবকাঠামো বিষয়ক ক্ষতি। কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা টাকায় বিচার করা সম্ভব না।

অবকাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি পড়ালেখার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য যথাযথ মনোযোগ দিতে হবে। অবকাঠামোগত পুনর্বাসন বা পুনর্নির্মাণের সময় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখা ঠিক হবে না। ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনে বাড়ি ভাড়া করে ক্লাস চালু রাখতে হবে। বন্যা কবলিত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আবার বই বিতরণ করা উচিত। পড়ালেখার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ক্লাসের সময় সকাল-বিকাল দুদিকেই বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া দরকার।

দু'এক বছর পরপরই আমাদের দেশে বন্যা হয়। বন্যাপ্রবণ এলাকার বেশির ভাগ স্কুল কাঁচা ঘরের হয়ে থাকে। এ কারণে বন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত ক্ষতি হয়তো ঠেকানো যাবে না। কিন্তু পড়ালেখার ক্ষতি এড়াতে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। বন্যার কথা মাথায় রেখে শিক্ষাবর্ষ সাজানো গেলে পড়ালেখার ক্ষতি কমিয়ে আনা যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

দেখা যাচ্ছে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের দিকেই এ দেশে বন্যা হয়ে থাকে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে জানুয়ারি থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। ফলে শিক্ষাবর্ষের মাঝামাঝি গুরুত্বপূর্ণ সময়টি বন্যার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়। তাই বন্যার কথা বিবেচনায় রেখে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাবর্ষ জানুয়ারির পরিবর্তে জুলাই থেকে চালু করা যায় কি না সে বিষয়টি সরকার ভেবে দেখতে পারে। ■

প্রথম আলো
21 JUL 2008